চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার আর্কাইভুক্ত

ওরা দুর্জয় ওরা দুর্বার

প্রথম বর্ষ ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৭৮ মুক্তিবাহিনীর ক্রোড়পত্র

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার জাদুঘর ক্রঃ নং .....

সকল রণাঙ্গনেই মুক্তিবাহিনীর সাফল্য

'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্ত্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।
দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা
রক্তগঙ্গা বহমান
তবু নাই ভয়, হবে হবে জয়
জয় মুজিবুর রহমান'

অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় পক্ষে ১৭ জন অফিসার সহ ১৩৮০ জন হানাদার পাকিস্তানী সৈন্য মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে। রেঞ্জার্স, রাজাকার, মুজাহিদ আর পুলিশ সহ শত্রুপক্ষের ১৩০০ আধা-সামরিক বাহিনীর লোকজন উক্ত সময়ে মুক্তিবাহিনীর সহিত সংঘর্ষে নিহত হয়।

ঢাকা শহরে ২টি থানার উপর মুক্তিবাহিনী আক্রমণ চালায়। টেলিভিশন টাওয়ার মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে বিধ্বস্ত। গত ১৬ই অক্টোবর হতে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৭ জন অফিসার মুক্তিবাহিনীর সহিত সংঘর্ষে নিহত হয়।

মুক্তিবাহিনীর অসমসাহসিক গেরিলাগণ সামরিক বাহিনীর ২৪টি যানবাহন সম্পূর্ণ ধ্বংস করে।

মুক্তিবাহিনী অক্টোবরের দ্বিতীয়পক্ষে ১৮টি গুরুত্বপূর্ণ সড়কসেতু ও রেলসেতু ধ্বংস করেছে। ঢাকা-ময়মনসিংহ এবং ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়কে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ সেতু ধ্বংসের ফলে এই এলাকায় শত্রুসৈন্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে।

মুক্তিবাহিনীর নৌগেরিলা যোদ্ধারা সুন্দরবন এলাকায় একখানি বড় জাহাজ এবং ২ খানি বার্জ ডুবিয়ে দেয়। এছাড়া শত্রুপক্ষের ৫ খানা লঞ্চ এবং কয়েকখানি নৌযান গেরিলাদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কুমিল্লা, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, নোয়াখালি ও দিনাজপুর শহরে মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড হামলায় শত্রুসৈন্যের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

মুক্তিবাহিনীর একজন দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা জন্মভূমির মাটি স্পর্শ করে শপথ নেবার সময় তাঁর অশীতিবর্ষ পিতা তাকে আশীর্বাদ করছেন।

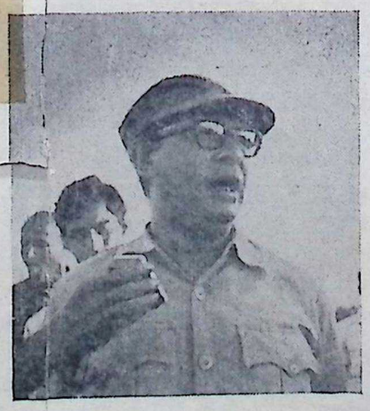

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহম্মদ

দেশবাসীর প্রতি

মাতৃভূমির প্রতি ইঞ্চি মাটি শত্রু কবলমুক্ত না করা পর্যন্ত আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার এই সংগ্রাম চলবেই। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটী বাংগালীই আজ মুক্তি সেনা

মুক্তিবাহিনীর প্রতি

বাংলামায়ের দামাল ছেলেরা চরম ধৈর্য্য, ত্যাগ ও তিতীক্ষার মধ্য দিয়ে অসীম সাহসিকতার সাথে যে মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে বিশ্বের কোন শক্তিই এঁদের অগ্রাভিযানকে আর রোধ করতে পারবে না। কেননা এঁরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত। বিশ্বের ইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর বিজয় গাঁথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এঁরা বাংলাদেশ ও জাতির গৌরব।

বিশ্ববাসীর প্রতি

পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রতি আমরা সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ করেছি। জোট-নিরপেক্ষতাই হচ্ছে আমাদের পররাষ্ট্র নীতির মূল ভিত্তি। গণতন্ত্রের আদর্শকে সামনে রেখে ধর্ম-নিরপেক্ষ ও শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করাই আমাদের লক্ষ্য।

এখন মুক্তিসেনার কব্জায় টাঙ্গাইল জেলা

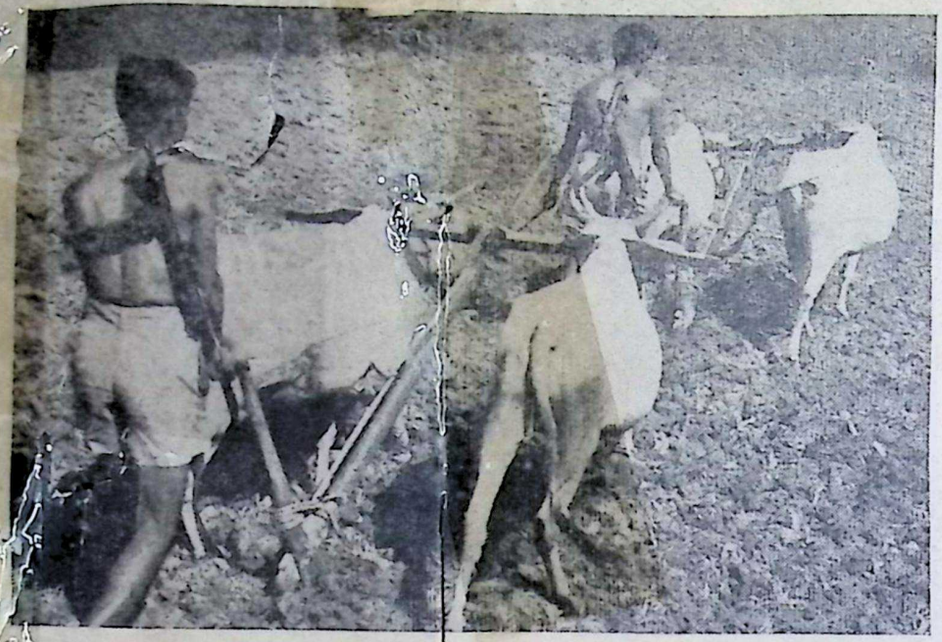

খুলনার মুক্তাঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বাড়াবার প্রচেষ্টা

খুলনার শ্যামনগর থানা দখলের পর

জয়ের পথে মুক্তিবাহিনী

[নিজস্ব সংবাদ দাতা]

অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় পক্ষে বঙ্গবন্ধুর আশীর্বাদ পুষ্ট দুর্জয় মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে বাংলাদেশের বিপুল এলাকা হানাদার সৈনাদের কবলমুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। প্রতিটি রণাঙ্গন থেকেই ফ্যাসিষ্ট ইয়াহিয়ার পাকিস্তানী সৈনারা পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করেছে। স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় মুক্তি-বাহিনী ব্যাপকভাবে পালটা আক্রমণ চালাচ্ছে। এর সংগে সংগে বাংলাদেশ গেরিলারা শত্রুকবলিত এলাকাগুলোতে অবিরাম ভাবে [illegible] হামলা চালিয়ে শত্রুসৈনাদের সরবরাহ [illegible] বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। বিপুল ক্ষ[illegible] মোকাবেলায় পাকিস্তানী সৈন্যদের মনোবল [illegible] বারেই ভেংগে পড়েছে

বাংলাদেশ সরকারের একজন [illegible] জানিয়েছেন যে, মুক্তিবাহিনীর প্রচণ্ড আ[illegible] বাংলাদেশের বিপুল এলাকা হানাদার সৈন[illegible] কবলমুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় দশ হাজার বর্গমাইল এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের বে-সামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এইসব এলাকায় সাধারণ মানুষের কল্যাণে বাংলাদেশ সরকার কৃষি উন্নয়ন, টেষ্ট রিলিফ, হাসপাতাল স্থাপন, ডাকঘর চালু, পাট ব্যবসায়ের লাইসেন্স ইস্যু, জমির লেন-দেনের দলিল পত্র ছাড়াও হাট বাজার চালু করার ব্যবস্থা করেছেন। এ'ছাড়া থানা স্থাপন করা হয়েছে। এমনকী দুষ্কৃতি-কারীদের বিচারকার্যের পর আটক রাখার জন্য জেলখানা পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে।

উক্ত মুখপত্র আরও জানিয়েছেন যে, বাংলা-দেশ সরকার অনান্য মুক্ত এলাকাতেও দ্রুত বে-সামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করার কাজে হাত দিয়েছেন। এদিকে মুক্তাঞ্চলের অর্থনীতি পুনর-গঠনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের অধীনে বহু-সংখ্যক অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যস্ত রয়েছেন।

অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় পক্ষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে টাঙ্গাইল জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে হানাদার সৈন্যদের বিতাড়ন। এই জেলার টাঙ্গাইল শহর আর মির্জাপুর, ঘাটাইল ও কালিহাতীর থানা হেড কোয়ার্টার ছাড়া বাকী সমস্ত এলাকায় মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী বার বার হামলা করে টাঙ্গাইলের প্রায় একানটী লড়াইয়ে পরাজয় বরণ করেছে। এরপর মুক্তিবাহিনীর পালটা হামলায় পাকিস্তানীরা ঢাকার দিকে পিছু হটতে শুরু করেছে।

ত' ছাত্রনেতা ও বঙ্গবন্ধুর স্নেহভাজন
আব্দুল কাদেরের নেতৃত্বে টাঙ্গাইলের
অঞ্চলে বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক
ব্যবস্থা চালু করা ছাড়াও বিপুল বিক্রমে
স্বাধীনতা রক্ষার লড়াই অব্যাহত রয়েছে।
র বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থার আওতায়
পাট লাইসেন্স ও সাপ্তাহিক পত্রিকা
র'' 'ফটোস্ট্যাট' দেয়া হলো। ছাপা
অভাবে বিকল্প হিসেবে সাইক্লোস্টাইলের
কাজ চালানো হচ্ছে।

সাতক্ষীরা রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনী

স্বাধীনতা

মুক্তি বাহিনীর সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥ ৫ম সংখ্যা ॥ রবিবার ॥

৩০জন মিলিশিয়া নিহত
গোপালপুর থানা ঘেরাও

বিগত ৮ই অক্টোবর মুক্তি বাহিনী গোপালপুরে তীব্র সাফল্যজনক আক্রমন চালান। রাত বারোটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত এই আক্রমনাত্মক যুদ্ধে ৩০ জন মিলিশিয়া নিহত এবং 2 জন আহত হয়। মুক্তি বাহিনীর কোন ক্ষয় ক্ষতি স্বীকার করতে হয়নি। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মুক্তি বাহিনী গোপালপুর থানা ঘেরাও করে রেখেছেন।

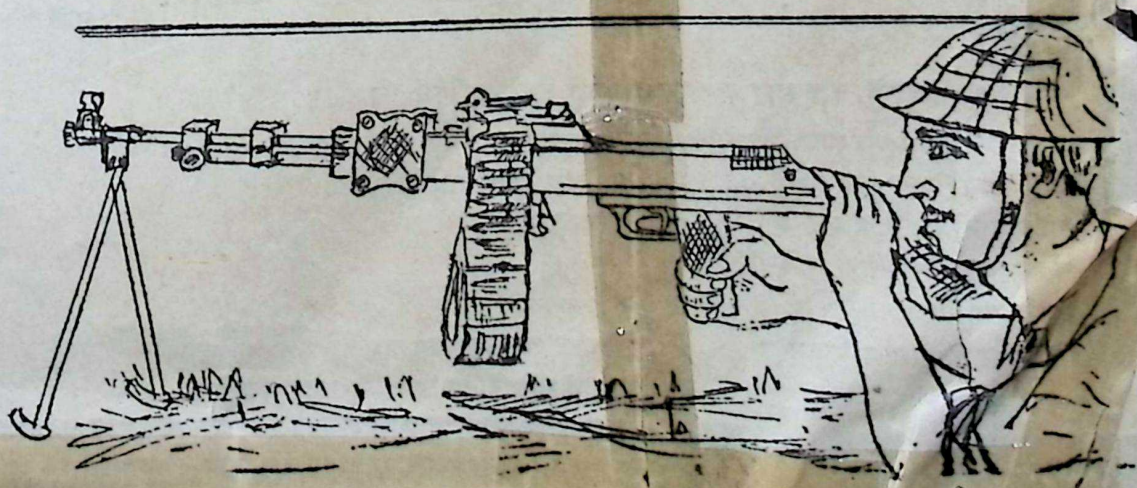

রক্তের ধার
রক্তে শুধবো,
দেশকে এবার
মুক্ত করবো।

আঘাতের পর আঘাত হানো

অক্টোবরের দ্বিতীয় পক্ষে যেসব জায়গায় আক্রমণ হয়েছে

সিলেট ঃ সুগমগঞ্জ শ্রীমঙ্গল জয়ন্তিয়াপর, বড়লেখা, ধর্মপাশা, ছাতক ও বানিয়াচং।

ঢাকা ঃ নারায়ণগঞ্জ, নওয়াবগঞ্জ, দোহার, কালিয়াকৈর, মনোহরদি, বৈদ্যের বাজার, আড়াই হাজার, কালিগঞ্জ, নরসিংদী ও গজারিয়া।

কুমিল্লা ঃ চাঁদপুর, মতলব বাজার, হাজিগঞ্জ, দাউদকান্দি, কসবা, চান্দিনা, লাকসাম, হোমনা, চৌদ্দগ্রাম, মুরাদনগর ও বুড়িচং

নোয়াখালি ঃ বেগমগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, রামগঞ্জ, ছাগলনাইয়া, পরশুরাম ও সোনাগাজী

টাঙ্গাইল ঃ প্রায় সম্পূর্ণ এলাকা

চট্টগ্রাম ঃ আনওয়ারা ও মিরেরশ্বরাই

রংপুর ঃ কুড়িগ্রাম, গাইবান্দা, লালমনির হাট, ডুরগমারী, চিলমারী, নাগেশ্বরী, সাদুল্লাপুর উলিপুর ও পীরগঞ্জ

দিনাজপুর ঃ ঠাকুরগঞ্জ, পার্বতীপুর ফুলবাড়ী

বগুড়া ঃ পাঁচবিবি ও জয়পুর হাট

ফরিদপুর ঃ রাজবাড়ী, ভেদরগঞ্জ কাশিয়ানী বালিয়াকান্দি ও পালং

বরিশাল ঃ গৌরনদী উজিরপুর ও স্বরূপকাটি

যশোর ঃ মাগুরা, কালিগঞ্জ ও নাভারণ

খুলনা ঃ রামপাল, মোরেলতাও শ্যামনগর, কালিগঞ্জ ও সাতক্ষীরা

'বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য, সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা।
স্বর্গ কি হবে না কেনা।
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।'

'ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।'

অক্টোবর মাসে শত্রুপক্ষের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ

১০০০ রাজাকার মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

পাকিস্তানী সৈন্য নিহত ঃ	৩৪ জন অফিসার সহ ২৪৭০ জন
পাকিস্তানী সৈন্য আহত ঃ	৭২৩ জন
শত্রুর আধা-সামরিক বাহিনীর লোকজন নিহত ঃ	২২০০ জন
ঢাকা শহরে দালাল খতম ঃ	কুখ্যাত মোনেম খান সহ ১০ জন পাকিস্তানী দালাল মুক্তিবাহিনীর হাতে খতম হয়

৪৩৫

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতরের পক্ষ থেকে এম, আর, আখতার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত